আল্লাহর কুদরত

“Ref As Samaya bangla Video

You Tube Channel”

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ আল্লাহর কী কুদরত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (190)

‘নিশ্চয় আকাশ -জমিন সৃষ্টি ও রাতদিন বিবর্তনের মাঝে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। সুরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯০

সমুদ্রের মাঝেও রয়েছে অগণিত নেয়ামত আর আশ্চর্য সব নিদর্শন। তেমনি একটি মহা কুদরতি নিদর্শন হচ্ছে দুই সমুদ্রের সংযোগ। দুই সমুদ্রের পানি পরস্পর সম্মিলিত হয়েছে কিন্তু কী আশ্চর্য তা একাকার হয়ে মিশে যায়নি। একটি আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

উভয়ের মাঝে আছে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর। আল্লাহ তায়ালা এ কুদরতি নিদর্শন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (53)

তিনিই দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন সমান্তরাল করে। একটি সুমিষ্ট ও তৃষ্ণা নিবারক এবং অন্যটি নোনা ও বিস্বাদ। আর উভয়ের মাঝে রেখেছেন এক অন্তরাল ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর।“(সুরা ফুরকান, আয়াতঃ ৫৩)

অন্যত্র এসেছে

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19)

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ (20)

,' তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরায়(প্রাচীর) যা তারা অতিক্রম করে না।(সুরা আর রহমান, আয়াতঃ ১৯-২০)

কোরআনে বর্ণিত এ কুদরতি নিদর্শন যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিককালে সমুদ্রবিজ্ঞান এর প্রমাণ পেয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে এর বাস্তব চিত্র দেখা গেছে।

আটলান্টিক মহাসাগরকে ভুমধ্যসাগরের পানির সঙ্গে প্রবাহিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু উভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ভূমধ্যসাগরের পানি অধিক লবনাক্ত, বিস্বাদ ও ঘন। ভূমধ্যসাগরের পানি জিব্রাল্টার সেল বা সাগরের তলের উঁচু ভূমির ওপর দিয়ে আটলান্টিক সাগরের ভেতরে শতাধিক কিলোমিটার প্রবেশ করেছে। এবং তা একহাজার মিটার গভীরে পৌঁছার পরও তার

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যে সামান্য পরিবর্তন হয়নি। অথচ উভয়ের মাঝে রয়েছে প্রবল খরস্রোত ও উত্তাল তরঙ্গ। কিন্তু পানি মিশছে না। যেন উভয়ের মাঝে পর্দা পড়ে আছে। এ অন্তরায় বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এসেছে,

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61)

কে তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং এতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? বরং তাদের অনেকেই জানে না।(সুরা আন নামল, আয়াতঃ৬১)

এভাবে আলাস্কা উপসাগরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে দুই ধরণের পানির স্রোতরেখা। এ স্রোতরেখায় প্রবাহমান পানি একটি আরেকটির সাথে মিশে না। প্রশান্ত মহাসাগরের শাখা হচ্ছে আলাস্কা উপসাগর।

বিজ্ঞানীদের মতে, এ পানি না মিশার কারণ হচ্ছে তাতে দুই মহাসাগরের সংযোগ ঘটেছে। উপসাগরের মাঝ বরাবর পানির প্রবাহ আলাদা হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

সৌদি আরবের কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটির ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডঃ মনির খাশুকজি এ প্রসঙ্গে বলেন 'আমি বাহরাইন উপসাগরের জলস্রোতে এরকম একটি স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম। নৌকায় চলতে চলতে সেই বাঁধ (প্রাচীর) বরাবর গেলাম। খুব কাছ থেকে উভয় দিকের পানি মুখে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম। পরীক্ষায় দেখা গেল, উভয় দিকের পানি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কী আশ্চর্য! একটার পানি লোনা বিস্বাদ কিন্তু অপরটির পানি সুপেয়, মিষ্ট ও তৃষ্ণা নিবারক। সমুদ্রের মাঝে এটা এক বিস্ময়কর কুদরত, যা মহান আল্লাহ তায়ালার অলৌকিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। আধুনিককালের বিজ্ঞানীরা এতে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন। কোরআনের বিশুদ্ধতা অকপটে স্বীকার করেছেন। অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তেমনি একজন সমুদ্র বিজ্ঞানী ছিলেন ফ্রান্সের। যার নাম জ্যাক ভি কোস্টা। সমুদ্রের তলদেশের বিভিন্ন আবিষ্কারে তার অবদান অনস্বীকার্য। দুই সমুদ্রের মিলনদৃশ্য নিয়ে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি তার রিসার্চে উপলব্ধি করেছিলেন যে, রোম সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর রাসায়নিক মিশ্রণের গুণাবলী ও

মাত্রার দিক দিয়ে একটি আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি এ বাস্তবতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য জিব্রাল্টারের দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে গবেষণা চালালেন। তিনি দেখলেন, জিব্রাল্টারের উত্তর তীর(মারুকেশ) আর দক্ষিণ তীর(স্পেন) থেকে আশ্চর্যজনকভাবে একটি মিষ্টি পানির ঝরণা উথলে ওঠে। এ ঝরণাটি উভয় সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ৪৫০ সূক্ষ্ম কোণে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে চিরুনির দাঁতের আকার ধারণ করে বাঁধের মত কাজ করে।

ফলে রোম সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের পানি একটি আরেকটির সঙ্গে মিশে না। পরে তাকে আল কোরআনের বর্ণিত আয়াতটি শোনানো হলো। তিনি দেখলেন কোরআনে বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে তার গবেষণার সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। জ্যাক ভি কস্টা চিন্তা করলেন ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মতো নিরক্ষর মানুষ সমুদ্রের তলদেশ পর্যবেক্ষণ করে এসব তথ্য কোরআনে লিখতে পারেন না। তাহলে কোরআনে সমুদ্র বিজ্ঞানের এ মহাতথ্য কীভাবে এলো? নিশ্চয় আল কোরআন ঐশী সত্য গ্রন্থ। এটা কোন মানব রচিত নয়। Jack .V.Costa মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13)

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14)

‘নিশ্চয় আল কোরআন মীমাংসাকারী বাণী এবং এটি নিরর্থক নয়’। (সুরা আত তারিক, আয়াতঃ১৩-১৪)

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের প্রতিটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাস্তবতার বিচারে সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ। দুই সমুদ্রের মিলন সম্পর্কিত বিষয়টি আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় সঠিকত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ‘ মারাজাল বাহরাইন’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। ‘মারাজা’ শব্দের অর্থ হচ্ছে, স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করা। ছেড়ে দেয়া। অর্থাৎ দুই সমুদ্রের পানি একই সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু মাঝখানে আছে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, যার ফলে তারা পরস্পর মিশ্রিত হতে পারছে না। প্রত্যক্ষদর্শী বিজ্ঞানীরা প্রাচীরের ব্যাপারটি স্পষ্ট লক্ষ করেছেন। পবিত্র কোরআনে বাঁধ বা অন্তরালের কথা এসেছে। বিষয়টি আমাদের সাধারণ মনে হলেও সমুদ্র বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক। পৃথিবীতে আল্লাহর কুদরতি নিদর্শনাবলীর অন্ত নেই। পাহাড়-পর্বত, আকাশ-জমিন, নদ-নদী, চন্দ্র-

সূর্য, তরুলতা ও পাখ-পাখালী সবই আল্লাহর কুদরতের সৃষ্টি। এগুলোর সৃষ্টি মানুষের কল্যাণার্থে। পাশাপাশি এতে উপদেশও নিহিত আছে। জ্ঞানীরা এসব দেখে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে। ঈমান মজবুত করে।

.....